JUN. 1 0 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ......
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

জানিয়েছেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত
দাবী আদায়ে এবার শিক্ষকদের কঠোর কর্মসূচী

এটিএম রফিক, খুলনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ততার দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কল্যাণ সমিতি আগাম অবৈধ নিয়োগসহ ভিসি ও কর্তৃপক্ষের অনিয়মতান্ত্রিক কার্যকলাপের প্রতিবাদে ও তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া পূরণের জন্য কর্মবিরতি পালন করে চলেছে। গত বৃহস্পতিবার শতাধিক শিক্ষকের প্রবল বাধার মুখে একাডেমিক কাউন্সিলের সভা পণ্ড হয়ে যায়। একাডেমিক কাউন্সিলের ৬ জন এক্সপার্ট সদস্য কর্মবিরতিরত শিক্ষকদের দাবীর প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে সভা বর্জন করে চলে যান।

ছাত্রদের দীর্ঘ ক্লাস বর্জনের আন্দোলনের পর এবার শিক্ষকগণ তাদের দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি রেজিস্ট্রারকে প্রদান করে সময়সীমা বেঁধে দেন। তারা স্মারকলিপিতে বলেন, তাদের ৩ দফা দাবী ৩১ মে'র মধ্যে পূরণ করতে হবে।

ভিসি ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উক্ত সময়ের মধ্যে শিক্ষকদের সাথে কোন আলোচনা ও দাবী নিষ্পত্তির সুরাহা না করায় শিক্ষক সমিতি গত ৪ জুন সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। কর্মসূচী অনুযায়ী শিক্ষকগণ পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি ও প্রশাসিক ভবনে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের বাতিলের দাবীতে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছে।

ইতোমধ্যে নিয়োগ বোর্ড থেকে একজন এক্সপার্ট সদস্য ও একজন শিক্ষক প্রতিনিধি পদত্যাগ করায় নিয়োগ বোর্ড অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

গত বৃহস্পতিবার কর্মবিরতি কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে ভিসিকে একাডেমিক ভবনে অবরোধ করে রাখে। শিক্ষকরা ইনকিলাবকে জানান, আমরা গত ২৯ মে ৩ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি দিয়েছি। তাতে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণের আশ্বাস দিলেও কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়ন করেনি। উপরন্তু বিশ্ব বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার একাধিক শিক্ষক প্রতিনিধির সাথে অত্যন্ত আপত্তিকর ও অপমানজনক ব্যবহার করেছেন। শিক্ষকরা বলেছেন, এহেন আপত্তিকর ব্যবহার, দাবী-দাওয়া পেশ এবং তা বিবেচনাকরণের সর্বজনস্বীকৃত প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং অকারণে জটিলতা সৃষ্টি করে বিশ্ব বিদ্যালয়ের সুন্দর ও সুশৃংখল পরিবেশকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

তাদের ৩ দফা দাবীর অন্যতম হচ্ছে, পরিষ্কার পারিতোষিক বৃদ্ধি, দ্বিতীয়ত ডিঃ আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান ও নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যাদির সমাধান, অবৈধ নিয়োগ বন্ধ, নিয়োগ বোর্ডে শিক্ষক প্রতিনিধি নিয়োগ ও পণ্ডিত নামে কালো আইন বাতিল। কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের দাবী মেনে না নেয়ায় শিক্ষকগণ আরও কঠিন কর্মসূচীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্ত পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ও উত্তপ্ত হচ্ছে।